প্রথম আলো

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... 2 APR 2017 কলাম ...

শিক্ষক প্রয়োজন ২১৬ জন, আছেন ১০৯

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালচাল ১৪

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ

তৌহিদী হাসান, কুষ্টিয়া ●

'সকাল নয়টায় ব্যবহারিক খাতা দেখতে বসেছি। কখন উঠব জানি না। এর মধ্যে আবার ক্লাসও নিতে হবে। চাকরি, সংসার—সব এখানে বসেই করা লাগে।'

সম্প্রতি একদিন দুপুরে কলেজে আক্ষেপের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন সেলিনা তানভীর। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রভাষক। উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর মিলে এই বিভাগে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী। অথচ সেখানে শিক্ষক আছেন তিনিসহ মাত্র দুজন। দুজন শিক্ষকই ক্লাস-পরীক্ষা, খাতা দেখাসহ যাবতীয় কাজ করেন। অথচ প্রশাসনিক সংস্কারসংক্রান্ত এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই বিভাগে শিক্ষক থাকার কথা ১২ জন।

ভূগোলের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জেসমিন আক্তার ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাদিয়া সুলতানা বলেন, দুজন শিক্ষক থাকলেও ঠিকমতো ক্লাস হয় না। শ্রেণিকক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়।

শুধু ভূগোল নয়, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের এই কলেজে আরও ১০টি বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক শিক্ষক আছেন। কলেজটির হিসাবে, পুরো কলেজের জন্য প্রয়োজন ২১৬ জন শিক্ষক, কিন্তু আছেন ১০৯ জন। ফলে ঠিকমতো ক্লাস হয় না।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক আলতাব হোসেন বলেন, প্রতিবছর ৩৩০ জন শিক্ষার্থী এই বিভাগে ভর্তি হয়। সব মিলিয়ে দুই হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক মাত্র পাঁচজন। প্রতিদিন চার থেকে পাঁচটি ক্লাস নিতে হয়। পরপর ক্লাস নিতে গিয়ে আর 'এনার্জি' থাকে না।

১৯৪৭ সালে ২০ একর জায়গায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়করণ হয় ১৯৬৮ সালে। উচ্চমাধ্যমিকসহ স্নাতক (সম্মান), (পাস) ও স্নাতকোত্তরে বর্তমানে ২৫ হাজার ৭৬৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন। ১৯টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৭টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। কলেজে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ১২৬টি। এর মধ্যে ১৭টি শূন্য।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ আবু শামীম *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতি মাসেই শিক্ষক চাহিদার কথা জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। সর্বশেষ ২ মার্চ চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনো সুরাহা হয় না। ফলে পাঠদানসহ অন্যান্য কাজ করতে হিমশিম খেতে হয়।

ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক আছেন মাত্র চারজন। এই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী বখতিয়ার হোসেন বলেন, ঠিকমতো ক্লাস হয় না।

শ্রেণিকক্ষের সংকট

বর্তমানে কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে ৪৮টি। শ্রেণিকক্ষের অভাব রয়েছে আটটি। প্রতিদিন পালা (শিফট) করে ক্লাস নেওয়া হয়। ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক শিক্ষক জানালেন, সম্মান প্রথম বর্ষে ৩৩০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। অথচ একসঙ্গে দেড় শ জনের বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রায় ২ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী। কলেজে ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী বাইরে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ে।

আবাসন ও পরিবহন-সংকট

কলেজে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায়

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষক প্রয়োজন ২১৬ জন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অর্ধেক ছাত্রী। তাঁদের থাকার জন্য আছে মাত্র ৫০ আসনের বিপরীতে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রীনিবাস। সেখানে শতাধিক ছাত্রী থাকেন। ছাত্রদের জন্য জিয়াউর রহমান নামে একটি ১০০ আসনের ছাত্রাবাস আছে। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও রাজবাড়ীর অসংখ্য শিক্ষার্থী এই কলেজে পড়েন। আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় ভাড়া মেসে থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের। এতে খরচ বেশি হয়। অবশ্য ছাত্রীদের জন্য ১৫০ আসনের শেখ হাসিনা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। শিগগিরই সেটি উদ্বোধন করা হবে। এত বড় কলেজে পরিবহনব্যবস্থা নেই। ক্যানটিনও নেই।

ইতিবাচক কিছু বিষয়

আশপাশের অন্যান্য ১০টি কলেজের তুলনায় পরীক্ষার ফল ভালো। গত বছর স্নাতকোত্তরে কলেজ থেকে ৬২৫ জন প্রথম শ্রেণি পেয়েছেন। এর আগের বছরে পেয়েছিলেন ৫৩৯ জন। এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পাস করে মেডিকেল ও বুয়েটসহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

কলেজে আছে আধুনিক একটি মিলনায়তন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য কয়েকটি বিভাগে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর রয়েছে। এ ছাড়া কম্পিউটার ল্যাব, থিয়েটার ও ডিবেটিং ক্লাব আছে। বিএনসিসি, রোভার, রেঞ্জার ও রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমও আছে। রয়েছে দোতলা লাইব্রেরি। সেখানে ২৯ হাজার ৬৬১টি বই আছে। কলেজের নামে 'কেজিসি' অ্যাপস করা হয়েছে, যাতে সহজে যেকোনো শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এই অ্যাপসে কলেজের যাবতীয় তথ্যও দেওয়া আছে।

কলেজের অধ্যক্ষ মো. বদরুদ্দোজা *প্রথম আলো*কে বলেন, কলেজে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী আছে, তাতে দ্রুত পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তা না হলে বিদ্যমান সমস্যা নিয়েই চলতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের আরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চিফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর